কৃষিজ সম্পদ

- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল- প্রায় ৮০ ভাগ লোক।
- কৃষিকাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাটি- দো-আঁশ।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল- পাট।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল- চা।
- শস্য ভাণ্ডার বলা হয়- বরিশাল জেলাকে।
- সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়- ঠাকুরগাঁও জেলায়।
- ঘূর্ণা- এক প্রকার জৈব সার।
- ঘূর্ণা সার আবিষ্কার করেন- ড. সৈয়দ আবদুল খালেক।
- ঘূর্ণা সার আবিষ্কৃত হয়- ১৯৮৭ সালে।
- সরকার জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে- পহেলা অগ্রহায়ণকে।
- বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে- ২০০০ সালে।
- কৃষি উন্নয়নে "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" প্রদান করা হয়- ১৯৭৩ সাল থেকে।
- কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারকে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কারে' রূপান্তরিত করা হয়- ১৯৯৭ সালে।
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারের বর্তমান নাম- জাতীয় কৃষি পুরস্কার।
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারকে জাতীয় কৃষি পুরস্কারে রূপান্তরিত করা হয়- ২০০২ সালে।
- আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BINA) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- DAE- Department of Agricultural Extension.
- DAE- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; অবস্থান- ঢাকার ফার্মগেটের খামারবাড়িতে।

❖ বাংলাদেশে ফসল তোলা ঋতু- ৩টি

▪ ভাদোই	▪ হৈমন্তিক	▪ রবি

❖ বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের জন্য জলবায়ুর ভিত্তিতে সারা বছরকে প্রধান ২টি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

▪ রবি মৌসুম	▪ খরিপ মৌসুম

- রবি মৌসুম- আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কালকে রবি মৌসুম বলে। এ সময়ের শস্য বা ফসলকে 'রবি শস্য' বা 'রবি ফসল' বলে।
- খরিপ মৌসুম- চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কালকে খরিপ মৌসুম বলে।
- রবি শস্য বলতে বুঝায়- শীতকালীন শস্য।
- খরিপ শস্য বলতে বুঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্য।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষিশুমারী হয়- ৬টি।

ধান সম্পদ

- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য- ধান।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়- বোরো ধান।
- বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদি জমির- ৭০ ভাগে।
- সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়- ময়মনসিংহ জেলায়।
- ইরাটম হল- বাংলাদেশের একটি উন্নতমানের ধান।
- সোনালিকা ও আকবর- উন্নতজাতের গম।
- ব্রিশাইল হল- একটি উন্নতজাতের ধান।
- 'বাংলামতি' হল- এক ধরনের সুগন্ধি ধান।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য গম

- BRRI- Bangladesh Rice Research Institute.
- BARI- Bangladesh Agriculture Research Institute.
- IRRI- International Rice Research Institute.
- BTRI- Bangladesh Tea Research Institute.
- BJRI- Bangladesh Jute Research Institute.
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation
- BADC- হলো প্রধান বীজ উৎপাদনকরী সরকারি প্রতিষ্ঠান।
- IRRI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬০ সালে, **অবস্থিত-** ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- BRRI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালে, **অবস্থিত-** গাজীপুরের জয়দেবপুরে।
- BARI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে, **অবস্থিত-** গাজীপুরের জয়দেবপুরে।

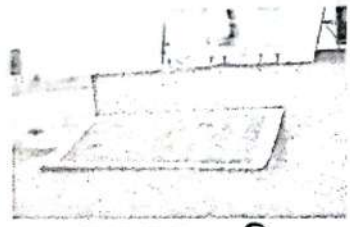

BRRI অবস্থিত
গাজীপুরের জয়দেবপুরে

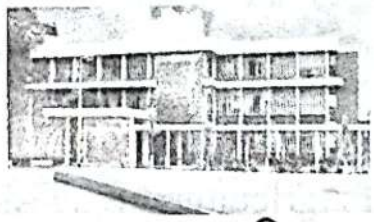

BARI অবস্থিত
গাজীপুরের জয়দেবপুরে

IRRI অবস্থিত
ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে

পাট সম্পদ

- সোনালি আঁশ বলা হয়- পাটকে।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল- পাট।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউয়ে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা বোর্ড অবস্থিত- মানিকগঞ্জে।
- জুটন হল- ৭০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ তুলার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার বস্ত্র।
- জুটনের আবিষ্কারক- ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল- আদমজি পাটকল।

- আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে যায়- ৩০ জুন, ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশে পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র- নারায়ণগঞ্জ।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার নাম- IJO (Intenrational Jute Organization)
- পাট বেশি জন্মে- ফরিদপুরে।
- পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম দেশ- ভারত।
- পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ।
- ডান্ডি শহরটি অবস্থিত- স্কটল্যান্ডে।
- প্রাচ্যের ডান্ডি বলা হয়- নারায়ণগঞ্জকে।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার দপ্তর অবস্থিত- ঢাকায় ।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা বিলুপ্ত হয়- ২০০০ সালে।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) এর পরিবর্তিত নাম- IJSG.
- IJSG প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০২ সালে।
- পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করা হয়েছে- ৬ মার্চ, ২০১৭ (পাট দিবসে)।
- পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন- মাকসুদুল আলম।
- দেশের উন্নত জাতের পাটবীজ- তোসা।
- পাট পাতা দিয়ে সবুজ চা তৈরি করা প্রথম দেশ- বাংলাদেশ।
- পাট থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগের উদ্ভাবক- মোবারক আহমদ।

চা সম্পদ

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল- চা।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ চা বাগান- মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে- পঞ্চগড় জেলায়।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৪০ সালে।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৫৭ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম চা বাগান- সিলেটের মালনিছড়া।
- সবচেয়ে বেশি চা জন্মে- মৌলভীবাজার জেলায়।
- দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী জেলা- হবিগঞ্জ।
- বাংলাদেশে চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- চা এর আদিবাস- চীন।

✦ বাংলাদেশে মোট চা বাগান- ১৬৮টি *(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড; ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)*

মৌলভীবাজার	৯০টি	রাঙামাটি	২টি
হবিগঞ্জ	২৫টি	পঞ্চগড়	৮টি
চট্টগ্রাম	২২টি	ঠাকুরগাঁও	১টি
সিলেট	১৯টি	খাগড়াছড়ি	১টি

কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য

- **রেশম বেশি উৎপন্ন হয়-** চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- **বাংলাদেশে রেশম বোর্ড অবস্থিত-** রাজশাহীতে।
- **তামাক জন্মে বেশি-** কুষ্টিয়া জেলায়।
- **তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী-** যশোর জেলা।
- **ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত-** ঈশ্বরদী, পাবনা।
- **ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত-** ঈশ্বরদী, পাবনা।
- **আম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত-** চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- **জুমচাষ করা হয়-** পাহাড়ি এলাকায়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে। বাংলায় 'আলু' আনা হয়েছিল নেদারল্যান্ডস থেকে।

- **বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান-** গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে।
- **আনারস বেশি উৎপন্ন হয়-** পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায়।
- **ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়-** মিথেন গ্যাস।
- **বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প-** তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (রংপুর)।
- **বাংলাদেশে রেশম গুটির চাষ বেশি হয়-** চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- **বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অবস্থিত-** ঈশ্বরদী, পাবনা।
- **ফুলের রাজধানী বলা হয়-** যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীকে।
- **বাংলাদেশের রাবার উৎপন্ন হয়-** বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেটে রাবার উৎপন্ন হয়। ১৯৬১ সালে কক্সবাজারের 'রামু' নামক স্থানে দেশের প্রথম রাবার বাগান করা হয়।
- **রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান-** কক্সবাজারের রামু।
- **হরিধান-** দেশজ ধানের নতুন জাত। ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালী এর আবিষ্কারক।
- **নারিকা ১-** উগান্ডা থেকে আনা খরা সহিষ্ণু ধান।

উন্নতমানের ফসল এবং ফসলের জাত

ফসল	জাত	ফসল	জাত
গম	সোনালিকা, আকবর, বলাকা, দোয়েল, অঘ্রাণী	কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, অমৃতসাগর
ভুট্টা	বর্ণালী, শুভ্র, উত্তরণ	আলু	ডায়মন্ড
তুলা	রূপালী ও ডেলফোজ	আম	মহানন্দা, হাড়িভাঙ্গা, গোপালভোগ
তামাক	সুমাত্রা ও ম্যানিলা	তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা
মরিচ	যমুনা	টমেটো	বাহার, মানিক, রতন
সরিষা	সফল ও অগ্রণী	বেগুন	নয়নতারা
বাঁধাকপি	ড্রামহেড	মিষ্টি কুমড়া	হাজী ও দানেশ

বনজ সম্পদ

- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ- ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কি. মি.।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ- .০২ হেক্টর।
- কোনো দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন- শতকরা ২৫ ভাগ।
- সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের মোট ভূমির বনভূমি রয়েছে- ১৭.৬২%।
- FAO-২০২২ এর মতে, বাংলাদেশের মোট ভূমির বনভূমি রয়েছে- ১৪.১%।
- একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বন- সুন্দরবন।
- সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন- সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।
- শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত বনভূমি- ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত- গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত- গাজীপুর।
- মধুপুরের বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ- শাল (গজারী বৃক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিচিত শাল নামে)।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে- চট্টগ্রাম বিভাগে।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে- রাজশাহী বিভাগে।
- একক জেলা হিসেবে বনভূমির পরিমাণ বেশি- বাগেরহাট জেলায়।
- পরিবেশ রক্ষায় যে গাছটি ক্ষতিকর- ইউক্যালিপটাস।
- যে জাতীয় গাছ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়- বাঁশ।
- বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- চট্টগ্রামে।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ- বৈলাম বৃক্ষ।
- বৈলাম বৃক্ষ জন্মে- বান্দরবান বনাঞ্চলে।
- সূর্যের কন্যা বলা হয়- তুলা গাছকে।
- 'নেপিয়ার' হল- এক জাতীয় ঘাস।
- পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয়- ১৯৯২ সালে।
- 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী' বনাঞ্চল করা হয়েছে- ১০ জেলায়।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই- ২৮ জেলায়।

প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে- ৭টি জেলায়	
♦ খুলনা	♦ রাঙ্গামাটি
♦ সাতক্ষীরা	♦ বান্দরবান
♦ বাগেরহাট	♦ কক্সবাজার
♦ চট্টগ্রাম	

পর্যাপ্ত বনভূমি রয়েছে ৭টি জেলায়

বিভিন্ন গাছের ব্যবহার

গাছ	ব্যবহার	গাছ	ব্যবহার
সেগুন	আসবাবপত্র তৈরিতে	গরান	ছাল থেকে রং প্রস্তুত করা হয়
গর্জন	রেল লাইনের স্লিপার তৈরিতে	ধুন্দল	পেন্সিল তৈরিতে
শাল	বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি	বাঁশ	কাগজ কলের কাঁচামাল
গামারী	নৌকা তৈরিতে	গেওয়া	বাক্স ও দিয়াশলাই

সুন্দরবন

সুন্দরবনের মোট আয়তন	১০,০০০ বর্গ কি.মি. বা ১,৩৯,৫০০ হেক্টর।
বাংলাদেশ অংশের আয়তন	৬২% (৬০১৭ বর্গ কি.মি. বা ২৪০০ বর্গমাইল)।
ভারতীয় অংশের আয়তন	৩৮% (৩,৯৮৩ বর্গ কি.মি.)।

- **বাংলাদেশের জাতীয় বন-** সুন্দরবন।
- **সুন্দরবনের অপর নাম-** গরান বন, বাদাবন, হুলোবন, মহাল।
- **পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-** সুন্দরবন।
- সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল/স্রোতজ/গড়ান বন।
- **এককভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি-** সুন্দরবন।
- **বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ-** সুন্দরবন।
- **সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ-** সুন্দরী (৭০%)।
- **সুন্দরবন দিবস-** ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- **সুন্দরবনের সাথে জড়িত নদী-** রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, শ্যালা।
- **সুন্দরবনে ৩টি অভয়ারণ্য-** কটকা, দক্ষিণ নীলকমল ও পশ্চিম মান্দার বাড়িয়া।
- **সুন্দরবনে অবস্থিত ৩টি পয়েন্ট-** হিরণ পয়েন্ট, জাফর পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট।
- দেশের ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ৬০ ভাগ আসে সুন্দরবন থেকে ।
- **সুন্দরবনের বেশির ভাগ অংশ অবস্থিত-** বাগেরহাটে।
- **বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে-** ১১৪টি।
- **বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম-** ক্যামেরা ট্রাপিং (পূর্বে ছিল- পাগমার্ক পদ্ধতি)।
- সুন্দরবনকে UNESCO'র ১১তম অধিবেশনে ৭৯৮তম World Heritage (বিশ্ব ঐতিহ্য) ঘোষণা করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।
- **সুন্দরবন রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়-** ১৯৯২ সালে (৫৬০তম)।

বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি
ক্যামেরা ট্রাপিং বা ক্যামেরা ফাঁদ

সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে ৫টি জেলা		
♦ সাতক্ষীরা	♦ খুলনা	♦ বাগেরহাট
♦ পটুয়াখালী	♦ বরগুনা	

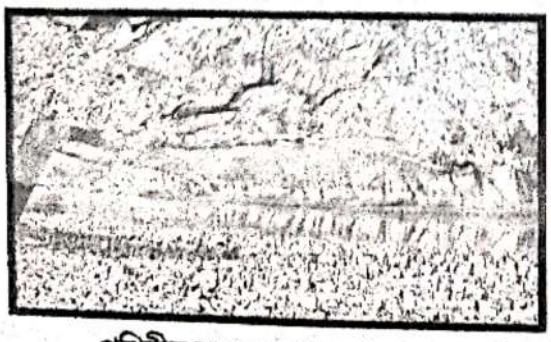

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন

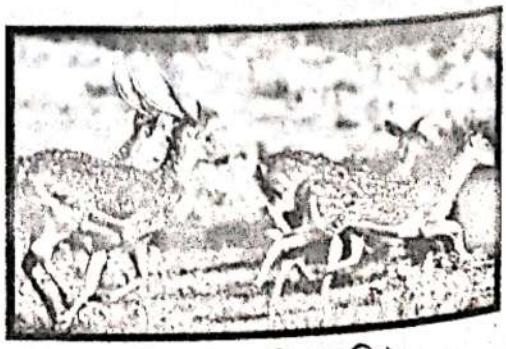

সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ

রাতারগুল জলাশয়

বাংলার আমাজন ও সিলেটের সুন্দরবন হিসেবে পরিচিত রাতারগুল জলাশয়। সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকার ফহেপুর ইউনিয়নের গোয়াইন নদীতে এই জলাশয় অবস্থিত। স্থানীয় ভাষায় মোর্তা বা পাটি গাছ 'রাতা' নামে পরিচিত। সেই রাতা গাছের নাম অনুসারে এই বনের নাম রাতারগুল।

মৎস্য সম্পদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ- ইলিশ।
- বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের উৎস- নদী-বিল-হাওড়।
- বাংলাদেশের মৎস্য আইনে রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ- ২৩ সেমি. কম দৈর্ঘ্যের।
- বাংলাদেশের মৎস্য আইনে জাটকা (ছোট ইলিশ) জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ- ২৫ সেমি. কম দৈর্ঘ্যের।
- ইলিশ মাছ ও নদীর মাছ গবেষণা কেন্দ্র- চাঁদপুরে।
- পুকুরে যে মাছ বাঁচে না- ইলিশ।
- ইলিশের অভয়াশ্রম- ৬টি (সর্বশেষ- বরিশাল)।
- বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ করে- মাছ।
- মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায়- তেলাপিয়া মাছ।
- মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FTI) অবস্থিত- চাঁদপুর।
- বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এর প্রধান কার্যালয়- ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে- ৫টি।

স্বাদু পানি কেন্দ্র	ময়মনসিংহ
নদী কেন্দ্র	চাঁদপুর
চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	বাগেরহাট
লোনাপানি কেন্দ্র	পাইকগাছা, খুলনা
সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	কক্সবাজার

- দেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত হয়- বাগেরহাটে।
- White Gold হল- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ।
- বাগদা চিংড়ি পরিচিত- ব্ল্যাক টাইগার নামে।
- বাংলাদেশের চিংড়ি চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান- পাইকগাছা, খুলনা।
- বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড- চিংড়ি মাছের চাষ।
- চিংড়ি চাষের জন্য 'বাংলাদেশের কুয়েত সিটি' বলা হয়- খুলনা অঞ্চলকে।
- Trust Sector বলা হয়- হিমায়িত খাদ্যকে।
- পিরানহা হলো- এক ধরনের মাছ।
- সোনাদ্বীপ বিখ্যাত- সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য।

বাংলাদেশের প্রাণি ও প্রাণিজ সম্পদ

- **Iack Bengal (কৃষ্ণবঙ্গ) হল-** কালো জাতের ছাগল।
- **'ব্ল্যাক কোয়াটার' হল-** গবাদিপশুর রোগ।
- **বাংলাদেশের অতিথি পাখি আসে-** সাইবেরিয়া থেকে।
- **'যমুনাপাড়ি' ছাগলের অপর নাম-** রামছাগল।
- **'গো বসন্ত' হল-** গবাদি পশুর রোগ।
- **বাংলাদেশের গোচারণের জন্য 'বাথান' আছে-** বৃহত্তর পাবনা জেলায়।
- **'বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা ইনস্টিটিউট' অবস্থিত-** ঢাকার সাভারে।
- **বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র-** ময়মনসিংহের ভালুকায়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রজনন কেন্দ্র/খামারের অবস্থান	
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র	টিলাগড়, সিলেট
মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার	বাগেরহাট
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	সাভার, ঢাকা
কেন্দ্রীয় মুরগি খামার	মিরপুর, ঢাকা
কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার	নারায়ণগঞ্জ
কুমির প্রজনন কেন্দ্র	ভালুকা, ময়মনসিংহ
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার

বাংলাদেশের পানি সম্পদ

- **বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়-** গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- **আর্সেনিক নির্মূলে বাংলাদেশেকে যে সংস্থা সাহায্য প্রদান করে-** বিশ্বব্যাংক।
- **বৃষ্টির পানিতে যে ভিটামিন থাকে-** ভিটামিন 'বি'।
- **WHO-এর মতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা-** ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার।
- **বাংলাদেশে প্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা-** ১.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।
- **বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-** ১৯৯৩ সালে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়)।
- **বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা-** চাঁদপুর।
- **বাংলাদেশে মোট আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা-** ৬১ টি।
- **আর্সেনিক মুক্ত জেলা-** ৩টি (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)।

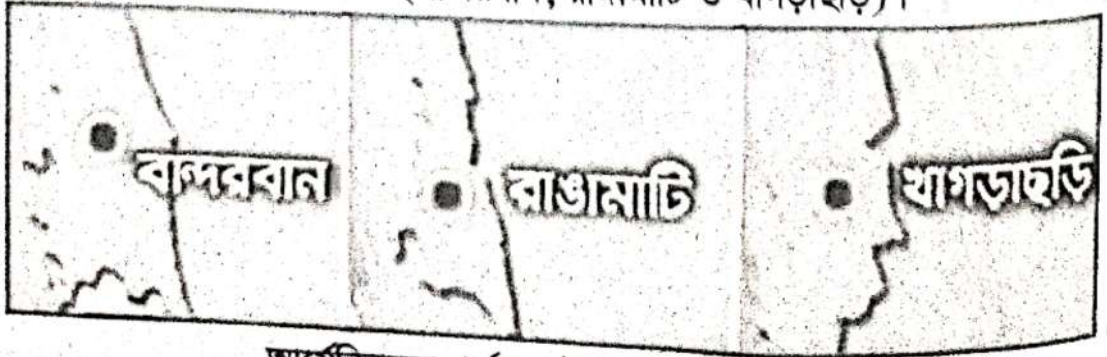

আর্সেনিকমুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি অঞ্চল

বিদ্যুৎ শক্তি

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি ও কয়লা। ১৯০১ সালে আহসান মঞ্জিলে ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরু হয়। বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবলের (১৬ কি. মি.) সাহায্যে প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় চট্টগ্রামের সন্দীপে; ২০১৮ সালে ।

ঢাকার আহসান মঞ্জিল

দেশের গুরুত্বপূর্ণ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়-** খুলনায় (১৯৯৮)।
- **খুলনা বার্জমাউন্টেড হলো-** বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড।
- **'বিজয়ের আলো' হলো-** সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়িতে অবস্থিত ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **অবস্থান-** দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ভবানীপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- **উৎপাদনে ব্যবহার করে-** বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে উত্তোলিত কয়লা।

মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **অবস্থান-** মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার।
- **প্রকল্পের নাম-** মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিকিটক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট।
- **আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়-** জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)।
- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **অবস্থান-** রামপাল, বাগেরহাট।
- **প্রকল্পের নাম-** ২ × ৬৬০ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট।
- **সুন্দরবন থেকে প্রকল্পটির অবস্থান-** ১৪ কিলোমিটার দূরে (পশুর নদীর তীর ঘেঁষে)।
- ২০১৩ সালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **বাংলাদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়-** রায়পুরা, নরসিংদী।
- **বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত-** কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
- **দেশে সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত-** 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' (সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা)।

কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- **অবস্থান-** কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে- কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা- ২৩০ মেগাওয়াট।

নোট: কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি করতে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দেওয়া হয়। এর ফলে 'কাপ্তাই হ্রদের' সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে।

বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়- সোনাগাজী, ফেনী (২০০৫)।
- বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে- ৩টি
  - ফেনীর সোনাগাজীতে
  - চট্টগ্রাম জেলায়
  - কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

- কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত।
- **বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক/আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র-** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান-** পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশীর অন্তর্গত রূপপুর গ্রামে।
- **দেশে প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র-** সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- **বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র-** মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নারায়ণগঞ্জ)।

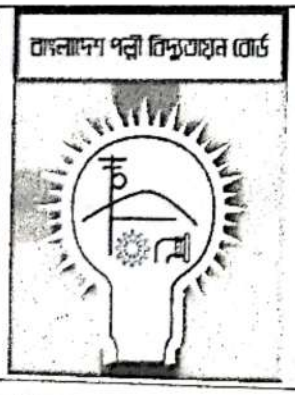

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB)

- গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত।
- **BREB-** Bangladesh Rural Electrification Board.
- **BREB গঠিত হয়-** ১৯৭৭ সালে।
- **বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে-** BERC (Bangladesh Energy Regulatory Commission).

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান

কেন্দ্র	অবস্থান	কেন্দ্র	অবস্থান
ঘোড়াশাল	নরসিংদী	বড়পুকুরিয়া	দিনাজপুর
রাউজান	চট্টগ্রাম	শাহজিবাজার	সিলেট
আশুগঞ্জ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঘাবাড়ি	সিরাজগঞ্জ
টঙ্গী	গাজীপুর	মেঘনাঘাট	নারায়ণগঞ্জ
সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	কাপ্তাই	রাঙামাটি

প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ২টি বেসিনে; যথা- বেঙ্গল বেসিন ও সুরমা বেসিন। বেঙ্গল বেসিনে মোট গ্যাসক্ষেত্র ২টি (ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ও ভোলার ভেদুরিয়া গ্যাসক্ষেত্র)।

- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান-মিথেন।
- বিদ্যুতের প্রধান কাঁচামাল- গ্যাস।
- গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়- ১৯৫৫ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কারক- বার্মা অয়েল কোম্পানি।
- হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- ১৯৫৭ সালে।
- গ্যাস মজুদের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস।
- তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কারক- পাকিস্তান শেলওয়েল কোম্পানি।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।
- বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কারক- ইউনিকল।
- বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটির আবিষ্কারক- পাকিস্তান শেলওয়েল কোম্পানি।
- শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র- বেঙ্গল বেসিনে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্র।
- সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে যে সংস্থা- বাপেক্স।
- সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্রের অবস্থান- সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায়।
- সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে যে সংস্থা- বাপেক্স।
- গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ- ২টি গ্যাসক্ষেত্রে (ছাতক ও কামতা)।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে- ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)।
- দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্রটির নাম- সাঙ্গু।
- সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে- কোয়ার্ন এনার্জি (১৯৯৬ সালে)।
- সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- ১৯৯৮ সালে।
- দেশের প্রথম ভাসমান LNG (Liquefied Natural Gas) টার্মিনাল স্থাপিত হয়- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশে বর্তমানে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ৪৯টি ব্লক রয়েছে। এর মধ্যে স্থলভাগে ২৩টি এবং সমুদ্র এলাকায় ২৬টি।

অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এমন গ্যাসক্ষেত্র ২টি

মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র	টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র
▪ অবস্থান- কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার। ▪ অগ্নিকাণ্ড ঘটে- ১৯৯৭ সালে। ▪ গ্যাসক্ষেত্রটি খনন করে যে কোম্পানি- অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ▪ বাংলাদেশের কোনো গ্যাসক্ষেত্রে সংঘটিত প্রথম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।	▪ অবস্থান- দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ। ▪ অগ্নিকাণ্ড ঘটে- ২০০৫ সালে। ▪ গ্যাসক্ষেত্রে দায়িত্বরত কোম্পানি- কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো। ▪ দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্র এবং অবস্থান

গ্যাসক্ষেত্র	অবস্থান	গ্যাসক্ষেত্র	অবস্থান
হরিপুর	সিলেট	বাখরাবাদ	কুমিল্লা
কৈলাসটিলা		বাঙ্গুরা	
বিয়ানীবাজার		শ্রীকাইল	
জালালাবাদ		বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
ফেঞ্চুগঞ্জ		সুন্দলপুর	
জকিগঞ্জ		নরসিংদী	নরসিংদী
রশিদপুর	মৌলভীবাজার	কামতা	গাজীপুর
মাগুরছড়া		ফেনী	ফেনী
হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ	শাহবাজপুর	ভোলা
বিবিয়ানা		ভোলা নর্থ (ভেদুরিয়া)	
ছাতক	সুনামগঞ্জ	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
টেংরাটিলা		সেমুতাং	খাগড়াছড়ি
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কুতুবদিয়া	কক্সবাজার
সালদা		সাঙ্গু	চট্টগ্রাম
মেঘনা		মোবারকপুর	পাবনা

তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানী

- গ্যাজপ্রম- রাশিয়া
- শেল- নেদারল্যান্ডস
- কেয়ার্ন এনার্জি- যুক্তরাজ্য
- এশিয়া এনার্জি- যুক্তরাজ্য
- অক্সিডেন্টাল- যুক্তরাষ্ট্র
- শেভরন- যুক্তরাষ্ট্র
- গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট- যুক্তরাজ্য
- ইউনিকল- যুক্তরাষ্ট্র
- নাইকো- কানাডা
- তাল্লো- আয়ারল্যান্ড
- সান্তোস- অস্ট্রেলিয়া
- ওয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ONGC)- ভারত

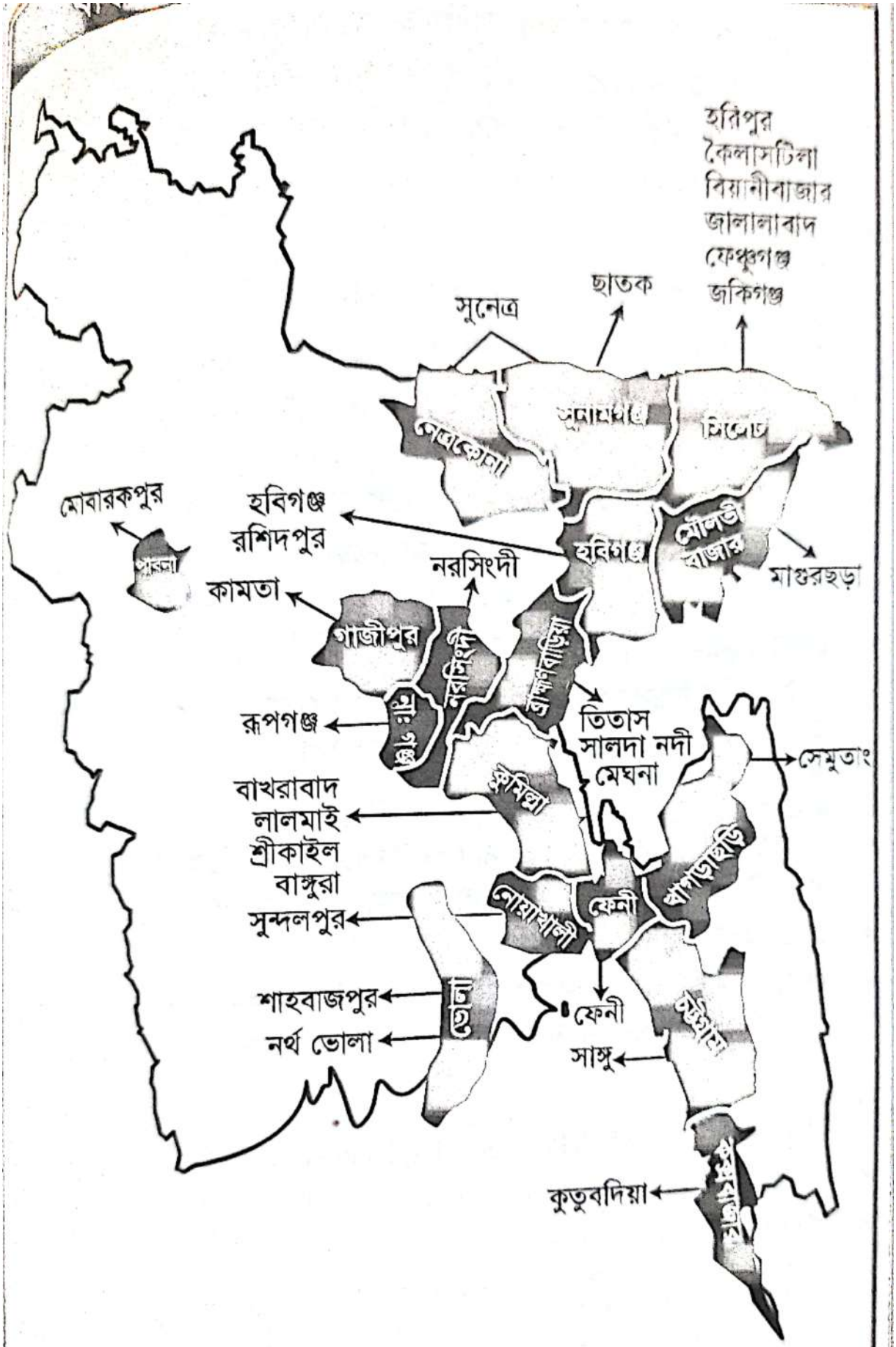

হরিপুর
কৈলাসটিলা
বিয়ানীবাজার
জালালাবাদ
ফেঞ্চুগঞ্জ
জকিগঞ্জ
ছাতক
সুনেত্র
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
মোবারকপুর
হবিগঞ্জ
রশিদপুর
মৌলভী বাজার
মাগুরছড়া
নরসিংদী
কামতা
গাজীপুর
তিতাস
সালদা নদী
মেঘনা
রূপগঞ্জ
সেমুতাং
কুমিল্লা
বাখরাবাদ
লালমাই
শ্রীকাইল
বাঙ্গুরা
সুন্দলপুর
নোয়াখালী
ফেনী
শাহবাজপুর
নর্থ ভোলা
ফেনী
সাঙ্গু
কুতুবদিয়া

খনিজ তেল

- বাংলাদেশে খনিজ তেলক্ষেত্র রয়েছে- ২টি (সিলেটের হরিপুর ও মৌলভীবাজারে বরমচাল)।
- বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল আবিস্কৃত হয়- সিলেটের হরিপুরে (১৯৮৬ সালে)।
- হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হতো- ১৯৮৭-১৯৯২ সাল পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার- ইস্টার্ন রিফাইনারি লি. (চট্টগ্রাম শহরের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত)।

কয়লা সম্পদ

- বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লা খনি- ৫টি। যথা-
  - জামালগঞ্জ- জয়পুরহাট (১৯৬২)
  - বড়পুকুরিয়া- দিনাজপুর (১৯৮৫)
  - খালাশপীড়- রংপুর (১৯৮৯)
  - দীঘিপাড়া- দিনাজপুর (১৯৯৫)
  - ফুলবাড়ী- দিনাজপুর (১৯৯৭)
- দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি (মজুদে) ও সবচেয়ে গভীরতম কয়লাখনি- জামালগঞ্জ।
- উন্নত মানের (বিটুমিনাস) কয়লা পাওয়া গেছে- জামালগঞ্জ।
- বাংলাদেশের একমাত্র কয়লা শোধনাগার- বিরামপুর হার্ড কোক লি. (বিরামপুর, দিনাজপুর)।
- কোল বাংলা- কয়লা নিয়ন্ত্রণ ও উত্তোলন প্রতিষ্ঠান।
- পিট জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে- ফরিদপুরের বাগিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলাবিল ও সিলেটের কিছু অঞ্চলে।

পেট্রোবাংলা

- বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের সাথে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (PSC) করে- পেট্রোবাংলা।
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- পেট্রোবাংলা একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান।

BAPEX

- BAPEX- Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd.
- বাপেক্স- রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান।
- বাপেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে।
- বাংলাদেশের তেল-গ্যাস আবিষ্কারের সর্বোচ্চ সাফল্য বাপেক্সের।

অন্যান্য খনিজ সম্পদ

- দেশের প্রথম লোহার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে- হাকিমপুর, দিনাজপুর।
- বাংলাদেশে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে- মৌলভীবাজরের কুলাউড়ার হারাগাছা পাহাড়ে।
- কঠিন শিলার মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে- দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ায়।
- চীনামাটি পাওয়া যায়- নেত্রকোনার বিজয়পুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে।
- সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়- চীনামাটি।
- সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল- চুনাপাথর।
- বাংলাদেশের একমাত্র সালফার/গন্ধক খনি- কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় অবস্থিত।
- 'তেজস্ক্রিয় বালু' বা 'কালো সোনা' হলো- কিছু মিশ্রিত তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ। 'কালো সোনা' বা Black Gold কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের শিল্প

- দেশের পণ্য মান নির্ধারণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান- BSTI.
- BSTI'র পূর্ণরূপ- Bangladesh Standards and Testing Institution.
- BSTI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৫ সালে।
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- সুন্দরবনের সুন্দরী কাঠ।
- বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র নির্মাণ কারখানা অবস্থিত- গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিলটি অবস্থিত- চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি (কর্ণফুলী রেয়ন মিল)।
- বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা রয়েছে- টঙ্গী ও খুলনা।
- বাংলাদেশের মেশিন টুলস কারখানা অবস্থিত- গাজীপুর।
- মংলা সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত- বাগেরহাট।
- প্রথম সিমেন্ট কারখানা- ছাতক সিমেন্ট কারখানা।

ঔষধ শিল্প

- বাংলাদেশে প্রথম ঔষধ নীতি প্রণয়ন করা হয়- ১৯৮২ সালে।
- ঔষধ নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল- ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজারজাতকরণ বন্ধ করা।
- স্কয়ার ফার্মা সর্বপ্রথম ঔষধ রপ্তানি করে- ১৯৮৭ সালে।
- বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বৃহত্তম ঔষধ কোম্পানি- স্কয়ার।
- দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়- বেক্সিমকো ফার্মা।
- দেশের প্রথম ঔষধ শিল্প পার্ক 'অ্যাক্টিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট' স্থাপিত হয়- মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার মেঘনা নদীর তীর ঘেঁষে।

পাট শিল্প

- বাংলাদেশের প্রধান কৃষিনির্ভর শিল্প- পাট শিল্প।
- সরকার পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে- ১ জুলাই, ২০২০ সালে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিল- ২৬টি।
- Golden Handshake- বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে পেনসন পরিশোধ করাকে বলে। সরকার পাটকল বন্ধ করে ঘোষণা করে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রদান করে।
- BJMC এর পূর্ণরূপ হল- Bangladesh Jute Mills Corporation.
- BJMC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- BJMA এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Jute Mills Association.
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম পাটকল- বাওয়া জুট মিলস লি. (দ্বিতীয়- আদমজী)।
- ব্রিটিশ আমলে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- শ্রীরামপুর, ১৮৫৫ সালে। আনা হয়েছিল- স্কটল্যান্ড থেকে।

আদমজী পাটকল

- পরিচয়- বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল।
- অবস্থান- নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীনগরে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫০ সালে। *[সূত্র: নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বাংলাপিডিয়া]*
- যাত্রা শুরু করে- ১৯৫১ সালে। । *[সূত্র: নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়]*
- পাটকলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়- ৩০ জুন, ২০০২ সালে।

কাগজ শিল্প

কর্ণফুলী পেপার মিলস	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস
• বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম কাগজকল।	• এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কাগজকল ছিল।
• প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৩ সালে।	• প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৯ সালে (খালিশপুরের ভৈরব নদীর তীরে)।
• অবস্থান- চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।	• বন্ধ করে দেওয়া হয়- ২০০২ সালে ।
• ব্যবহৃত কাঁচামাল- বাঁশ ও নরম কাঠ।	• ব্যবহৃত কাঁচামাল- সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ।

নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস

- অবস্থান- পাকশি, পাবনা।
- আঁখের ছোবরা (ব্যাগাস) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
- ৩০ নভেম্বর, ২০০২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস

- অবস্থান- ছাতক, সুনামগঞ্জ।
- মণ্ড ও কাগজ উৎপাদন করে।
- ব্যবহৃত কাঁচামাল- নলখাগড়া ও ঘাস।

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা

- দেশের প্রথম সার কারখানা।
- অবস্থান- ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
- স্থাপিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- বন্ধ করে দেওয়া হয়- ২০১২ সালে।
- উৎপাদিত হতো- ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট (এএসপি)।
- কারখানাটির অন্যনাম- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা

- নাম- ঘোড়াশাল-পলাশ ফার্টিলাইজার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (GPFPLC)।
- অবস্থান- খানেপুর, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী।
- উৎপাদিত সার- ইউরিয়া।
- বিশেষত্ব- দেশের বৃহত্তম সার কারখানা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা।

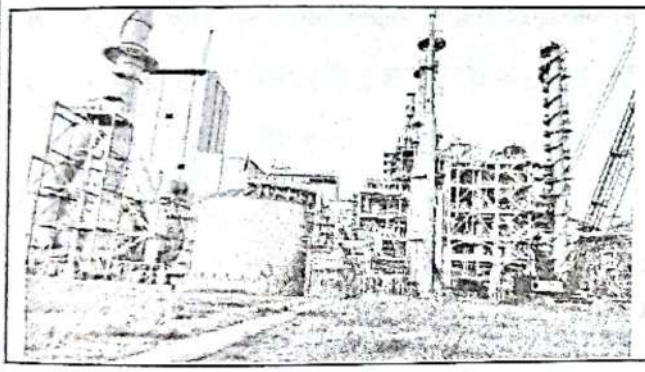

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানাটি জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব গ্র্যানুয়াল ইউরিয়া সার কারখানা।

উল্লেখযোগ্য সার কারখানা

কারখানার নাম	অবস্থান	সারের নাম
শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	ইউরিয়া
যমুনা ফার্টিলাইজার কো. লি.	সরিষাবাড়ী, জামালপুর	দানাদার ইউরিয়া
কাফকো (কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কো. লি.)	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়া
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কো. লি.	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউরিয়া
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কো. লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ইউরিয়া
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া
ডিএপি ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি.	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP, SSP

- ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল- প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)।

তৈরি পোশাক শিল্প

- বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত- পোশাক শিল্প।
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে- ৬০ এর দশকে।
- বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা এবং প্রথম পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান- রিয়াজ গার্মেন্টস।
- তৈরী পোশাক সবচেয়ে বেশী রপ্তানি করে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
- কোটা মুক্ত বাণিজ্যে প্রবেশ করে- ১ জানুয়ারি, ২০০৪ সালে।
- সিল্ক শিল্পের জন্য বিখ্যাত- রাজশাহী।
- বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত গার্মেন্টস- দেশ গার্মেন্টস।
- তৈরী পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন- BGMEA.

BGMEA

- পরিচয়- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সর্ববৃহৎ সংগঠন।
- BGMEA'র পূর্ণরূপ- Bangladesh Germents Manufacturers and Exporters Association.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।

GSP

- GSP এর পূর্ণরূপ- Generalized System of Preferences (পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা)।
- আমেরিকা বাংলাদেশকে দেয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে- ২৭ জুন, ২০১৩।

TICFA

- TICFA এর পূর্ণরূপ- Trade and Investment Co-operation Framework / Forum Agreement
- যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সুবিধা অর্জনের জন্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে দ্বি পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি।
- বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সাল থেকে টিকফা স্বাক্ষরের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু বাংলাদেশ তা গ্রহণ করেনি।
- রানা প্লাজা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাক খাত থেকে জিএসপি সুবিধা তুলে নিলে বাংলাদেশ ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টিকফা স্বাক্ষর করে।

ALLIANCE
FOR BANGLADESH WORKER SAFETY

ALLIANCE

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রেতাদের জোট Alliance for Bangladesh Worker Safety বা সংক্ষেপে 'ALLIANCE'।

চামড়া শিল্প

- বাংলাদেশের শতকরা ৯০ শতাংশ কালো জাতের ছাগল (ব্ল্যাক বেঙ্গল)।
- বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া পরিচিত- কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরী অবস্থিত- সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায়।

সিমেন্ট শিল্প

- বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. অবস্থিত- সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর তীরে।
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- চুনাপাথর।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা- শাহ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (মুন্সিগঞ্জ)।

জাহাজ শিল্প

- বাংলাদেশ সর্বশেষ রপ্তানিকৃত নির্মাণ শিল্প- জাহাজ।
- বাংলাদেশ জাহাজ শিল্পে প্রবেশ করে- ২০০৮ সালে।
- দেশে নির্মিত দ্বিতীয় যুদ্ধজাহাজ- বানৌজা সুরমা।
- যুদ্ধজাহাজকে ডাকা হয়- 'পেট্রল ক্র্যাফট' নামে।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ- বানৌজা সমুদ্রজয়।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প গড়ে উঠেছে- সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- প্রথম।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প গড়ে উঠেছে- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, বরগুনার তালতলী-পাথরঘাটা এবং পটুয়াখালীর পায়রায়।

দেশের ৩ জাহাজ নির্মাণ কারখানা

কারখানার নাম	বিশেষ তথ্য
খুলনা শিপইয়ার্ড	◆ বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা। ◆ বাংলাদেশের নির্মিত প্রথম যুদ্ধজাহাজ- বানৌজা পদ্মা (নির্মাণ করে- খুলনা শিপইয়ার্ড)।
চট্টগ্রাম শিপইয়ার্ড	◆ দেশে তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ 'এম ভি বাঙালি' নির্মাণ করে- ২০১৪ সালে।
আনন্দ শিপইয়ার্ড (নারায়ণগঞ্জ)	◆ ২০০৮ সালে 'স্টেলা মেরিস' নামক সমুদ্রগামী জাহাজ রপ্তানি করে- ডেনমার্কে। ◆ 'স্টেলা মেরিস'- দেশের তৈরি রপ্তানিকৃত প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ। ◆ জার্মানিতে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজ- 'এমভি আনসু'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঁচামাল হলো- [DU খ' ২২-২৩]
ক. পানি খ. গ্যাস গ. ইউরেনিয়াম ঘ. কয়লা

০২. বাংলাদেশের যে জেলায় প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়- [DU খ' ২১-২২, খ' ০২-০৩]
ক. নরসিংদী খ. পাবনা গ. নোয়াখালী ঘ. কুমিল্লা

০৩. নিচের কোন বনটি সর্ববৃহৎ? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. সুন্দরবন খ. লাউয়াছড়া গ. রেমা-কালেঙ্গা ঘ. মধুপুর

০৪. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ কবে ঘটে? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ১৯৯৪ খ. ১৯৯৭ গ. ২০০০ ঘ. ২০০২

০৫. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. পরিবহন খ. সার উৎপাদন গ. বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘ. গৃহস্থালীর কাজে

০৬. 'রোসাটম' যে দেশের জাতীয় পরমাণু সংস্থা- [DU খ' ১৭-১৮]
ক. চীন খ. উত্তর কোরিয়া গ. রোমানিয়া ঘ. রাশিয়া

০৭. পিরান্‌হা কী - [DU খ' ১৬-১৭]
ক. সাপ খ. মাছ গ. ব্যাঙ ঘ. কচ্ছপ

০৮. বাংলাদেশের 'কৃষি দিবস' [DU খ ০৮-০৯/১৪-১৫]
ক. পহেলা কার্তিক খ. পহেলা অগ্রহায়ণ গ. পহেলা পৌষ ঘ. পহেলা আষাঢ়

০৯. ডিএই (DAE) বাংলাদেশ সরকারের কী বিষয়ক সংস্থা? [DU খ' ১২-১৩]
ক. ঔষধ খ. কৃষি গ. শিক্ষা ঘ. নাট্যকলা

১০. কোন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছেন/পাটের জীবনরহস্য উদ্ভাবনকারী দলের নেতা- [DU খ' ১০-১১/চবি 'D3' ১৫-১৬]
ক. মোঃ জলিল খ. কুদরত-ই-খুদা গ. মাকসুদুল আলম ঘ. নুরুল ইসলাম

১১. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী? [11 BCS, DU ঘ' ০৪-০৫, ০২-০৩]
ক. রাজশাহী খ. ফরিদপুর গ. রংপুর ঘ. যশোর

১২. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত- [DU ঘ' ০২-০৩]
ক. ঢাকায় খ. সিলেটে গ. শ্রীমঙ্গল ঘ. চট্টগ্রাম

১৩. বাংলাদেশের কয়টি জেলায় কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই? [DU ঘ' ১২-১৩]
ক. ৩১ খ. ৫২ গ. ১৯ ঘ. ২৮

১৪. কোন সংস্থা সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে? [DU ঘ' ০০-০১; খ' ৯৮-৯৯]
ক. ইউনিসেফ খ. ইউএনডিপি গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. ইউনেস্কো

১৫. ইউনেস্কো কোন সালে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে? [DU ঘ' ০৩-০৪, ১০-১১]
ক. ১৯৯৭ সালে খ. ১৯৮৩ সালে গ. ১৯৮৯ সালে ঘ. ২০০১ সালে

১৬. বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য কোথায়? [DU ঙ' ০৩-০৪]
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ফ্রান্স

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ	৭. খ	৮. খ
৯. খ	১০. গ	১১. ঘ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ক

১৭. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [DU খ ০৮-০৯, ৯৯-০০]
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৬ গ. ১৯৫৭ ঘ. ১৯৫৮

১৮. বাংলাদেশে কত সালে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়? [21 BCS, DU খ ০২-০৩]
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৭ গ. ১৯৬৭ ঘ. ১৯৭১

১৯. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- [DU খ ১০-১১]
ক. বান্দরবনে খ. খাগড়াছড়িতে গ. সুনামগঞ্জে ঘ. রাঙামাটিতে

২০. রংপুরের লালপুরে কোন খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়? [DU খ ০৩-০৪]
ক. তেল খ. কয়লা গ. গ্যাস ঘ. চুনাপাথর

২১. বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া যায়? [DU খ ০২-০৩/শাখি-খ, ০৮-০৯]
ক. সিলেট খ. কক্সবাজার গ. সুন্দরবন ঘ. লালমাই

২২. বাপেক্স নতুন প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভের সন্ধান পেয়েছে- [DU খ ১৪-১৫]
ক. সিলেটে খ. সুন্দলপুরে গ. চট্টগ্রামে ঘ. রূপগঞ্জে

২৩. যে সালে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কোটা ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে- [DU খ ০৬-০৭]
ক. ১৯৯৮ খ. ২০০০ গ. ২০০২ ঘ. ২০০৪

২৪. চন্দ্রঘোনা কাগজের মিল কোথায় অবস্থিত? [DU খ ৯৬-৯৭]
ক. মেঘনা নদীর তীরে খ. খুলনা গ. ভৈরব ঘ. কর্ণফুলী

২৫. বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন- [DU খ ১৩-১৪]
ক. ডিসিসিআই খ. এফবিসিসিআই গ. ডিএসই ঘ. বিজিএমইএ

২৬. দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [30 BCS, DU খ ১২-১৩]
ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর গ. সাভার ঘ. ভালুকা

২৭. 'মেহতা' একজাতীয়- [DU খ ১২-১৩]
ক. পাট খ. ধান গ. তামাক ঘ. তুলা গাছ

২৮. পিএসসি (PSC) শব্দটি কিসের সাথে যুক্ত? [DU খ ১২-১৩]
ক. গ্যাস অনুসন্ধান খ. কয়লা উত্তোলন
গ. বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘ. নদীর পানি ভাগাভাগি

২৯. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস- [18 BCS; DU খ ০০-০১]
ক. খনিজ তেল খ. প্রাকৃতিক গ্যাস গ. খরস্রোতা নদী ঘ. সবকটি

৩০. বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম কী? [DU খ ৯৭-৯৮/জনসং ও তিতিপি মার্কেন অ্যাকাউন্ট-১০]
ক. ভেড়ামারা খ. কাপ্তাই গ. পাকশী ঘ. রূপপুর

৩১. রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কোন জেলায়? [DU খ ১৩-১৪/ইবি 'B' ১৫-১৬]
ক. বাগেরহাটে খ. খুলনায় গ. সাতক্ষীরায় ঘ. পটুয়াখালীতে

৩২. যে-শক্তি দ্বারা মহেশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিচালিত হবে- [DU খ ইউনিট-১৪-১৫]
ক. কয়লা খ. গ্যাস গ. পানি-বিদ্যুৎ ঘ. সৌর শক্তি

উত্তরমালা

১৭. ক	১৮. খ	১৯. খ	২০. ঘ	২১. খ	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. ঘ
২৫. খ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. ক	২৯. ঘ	৩০. খ	৩১. ক	৩২. ক

বি সি এস

৩৩. বাংলাদেশ কোন নদী কার্পজাতীয় মাছের রেণুর প্রধান উৎস? (46 BCS)
ক. সালদা খ. হালদা গ. পদ্মা ঘ. কুমার

৩৪. বাংলাদেশের কয়টি জেলার সাথে 'সুন্দরবন' সংযুক্ত আছে? (45 BCS)
ক. ৪ (চার) টি খ. ৫ (পাঁচ) টি গ. ৬ (ছয়) টি ঘ. ৭ (সাত) টি

৩৫. দেশের কোন জেলায় সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত? (45 BCS)
ক. চট্টগ্রাম খ. ফেনী গ. নরসিংদী ঘ. ময়মনসিংহ
নোট: দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' (সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা)।

৩৬. বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? (45 BCS)
ক. রাজশাহী খ. কুমিল্লা গ. চট্টগ্রাম ঘ. গাজীপুর

৩৭. বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত? (45 BCS)
ক. চাঁদপুর খ. ফরিদপুর গ. ময়মনসিংহ ঘ. ভোলা

৩৮. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি? (45 BCS)
ক. কয়লা খ. প্রাকৃতিক গ্যাস গ. চুনাপাথর ঘ. চীনামাটি

৩৯. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কী? (45 BCS)
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস খ. চুনাপাথর গ. মিথেন গ্যাস ঘ. ইলমেনাইট

৪০. বাংলাদেশের প্রথম কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? (44 BCS)
ক. কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি খ. সাভার, ঢাকা
গ. সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ঘ. বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর

৪১. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? (44 BCS)
ক. চট্টগ্রাম খ. সিলেট গ. পঞ্চগড় ঘ. মৌলভীবাজার

৪২. নিচের কোনটি বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র? (44 BCS)
ক. বাখরাবাদ খ. হরিপুর গ. তিতাস ঘ. হবিগঞ্জ

৪৩. বাংলাদেশের জুম চাষ কোথায় হয়? (44 BCS)
ক. বান্দরবান খ. ময়মনসিংহ গ. রাজশাহী ঘ. দিনাজপুর

৪৪. বাংলাদেশে জি-কে প্রকল্প একটি- (44 BCS)
ক. জলবিদ্যুৎ প্রকল্প খ. নদী নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ. জল পরিবহন প্রকল্প ঘ. সেচ প্রকল্প

৪৫. বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির চ্যালেঞ্জ নয় কোনটি? (44 BCS)
ক. ঘন ঘন বন্যা খ. সমুদ্র দূষণ
গ. ত্রুটিপূর্ণ সমুদ্র শাসন ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৪৬. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়? (43 BCS)
ক. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল খ. পশ্চিমাঞ্চল গ. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ঘ. উত্তর-পূর্বাঞ্চল

৪৭. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত? (43 BCS)
ক. তুলা খ. তামাক গ. পেয়ারা ঘ. তরমুজ

৪৮. 'বলাকা' কোন ফসলের একটি প্রকার? (43 BCS)
ক. ধান খ. গম গ. পাট ঘ. টমেটো

উত্তরমালা

৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. *	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ঘ
৪১. ঘ	৪২. গ	৪৩. ক	৪৪. ঘ	৪৫. ক	৪৬. গ	৪৭. খ	৪৮. খ

৪৯. কোন বণাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়? (43 BCS)
ক. পার্বত্য বন খ. শালবন গ. মধুপুর বন ঘ. ম্যানগ্রোভ বন

৫০. কৃষির রবি মৌসুম কোনটি? (42 BCS)
ক. চৈত্র-বৈশাখ খ. শ্রাবণ-আশ্বিন গ. কার্তিক-ফাল্গুন ঘ. ভাদ্র-অগ্রহায়ণ

৫১. বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি? (42 BCS)
ক. হাতিয়া প্রণালী খ. জাফোর্ড পয়েন্ট গ. সাঙ্গু ভ্যালি ঘ. মাতারবাড়ি

৫২. বাংলাদেশে প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান- (42, 37 BCS)
ক. BARI খ. BRRI গ. BADC ঘ. BINA

৫৩. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়- [38 BCS]
ক. ফার্নেস অয়েল খ. কয়লা গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. ডিজেল

৫৪. আলুর একটি জাত- [37 BCS]
ক. ডায়মন্ড খ. রূপালী গ. ড্রামহেড ঘ. ব্রিশাইল

৫৫. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়- [37 BCS]
ক. আউশ ধান খ. আমন ধান গ. বোরো ধান ঘ. ইরি ধান

৫৬. বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয়- [17 BCS]
ক. সিলেটের মালনিছড়ায় খ. সিলেটের তামাবিলে
গ. খাগড়াছড়িতে ঘ. সিলেটের জাফনায়

৫৭. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো- [38 BCS]
ক. নাইট্রোজেন গ্যাস খ. মিথেন গ্যাস
গ. হাইড্রোজেন গ্যাস ঘ. কার্বন মনোক্সাইড

৫৮. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান- [38 BCS]
ক. নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে খ. অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ. ক্রমহ্রাসমান ঘ. অপরিবর্তিত থাকছে

৫৯. বর্ণালী ও শুভ্র কী? [35 BCS]
ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের তামাক
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের বেগুন

৬০. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [27 BCS]
ক. দিনাজপুর খ. গোপালপুর গ. পাকশী ঘ. ঈশ্বরদী

৬১. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [26 BCS]
ক. দিনাজপুর খ. রংপুর গ. ঈশ্বরদী ঘ. যশোর

৬২. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? [11 BCS]
ক. সিলেট খ. ভাওয়াল ও মধুপুর
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী

৬৩. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? [36 BCS]
ক. ৫০% খ. ৫৮% গ. ৬২% ঘ. ৬৬%

৬৪. ম্যানগ্রোভ কী? [35 BCS]
ক. কেওড়া বন খ. শালবন গ. উপকূলীয় বন ঘ. চিরহরিৎ বন

উত্তরমালা

৪৯. ঘ	৫০. গ	৫১. গ	৫২. গ	৫৩. গ	৫৪. ক	৫৫. গ	৫৬. ক
৫৭. খ	৫৮. গ	৫৯. ক	৬০. ঘ	৬১. গ	৬২. খ	৬৩. গ	৬৪. গ

৬৫. বাংলাদেশের কৃষি কোন প্রকারের? [35 BCS]
ক. ধান প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী
খ. স্বয়ংভোগী মিশ্র
গ. ধান-প্রধান বাণিজ্যিক
ঘ. স্বয়ংভোগী শস্য চাষ ও পশুপালন

৬৬. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়- [36 BCS]
ক. পাগ-মার্ক
খ. ফুটমার্ক
গ. GIS
ঘ. কোয়ার্ডবেট

৬৭. নিম্নের কোন পণ্যটি বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' নামে পরিচিত? [32 BCS, DU ঘ ১০-১১]
ক. পাট
খ. ধান
গ. চিনি
ঘ. চিংড়ি

৬৮. বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [26 BCS]
ক. ঢাকা
খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. ময়মনসিংহ

৬৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ কোনটি? [13 BCS, রাবি-আইন, ০৭-০৮]
ক. কয়লা
খ. চুনাপাথর
গ. সাদামাটি
ঘ. গ্যাস

৭০. বাংলাদেশে চীনামাটি/শ্বেতমৃত্তিকা/সাদামাটি এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে- [12, 10 BCS]
ক. রাণীগঞ্জ
খ. বিজয়পুর
গ. টেকেরহাট
ঘ. বাগালীবাজার

৭১. দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় কীসের খনির প্রকল্পের কাজ চলছে? [18 BCS]
ক. কঠিন শিলা
খ. কয়লা
গ. চুনাপাথর
ঘ. সাদামাটি

৭২. বাংলাদেশের প্রথম 'ইপিজেড' কোথায় স্থাপিত হয়? [20 BCS]
ক. সাভার
খ. চট্টগ্রাম
গ. মংলা
ঘ. ঈশ্বরদী

৭৩. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত? [14 BCS]
ক. নারায়ণগঞ্জ
খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. খুলনা

৭৪. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে- [18 BCS]
ক. সেগুন কাঠ
খ. সুন্দরী কাঠ
গ. গেওয়া কাঠ
ঘ. বাঁশ

৭৫. বাংলাদেশে কোন অঞ্চলে গো-চারণের জন্য বাথান আছে? [19 BCS]
ক. সিরাজগঞ্জ
খ. দিনাজপুর
গ. বরিশাল
ঘ. ফরিদপুর

৭৬. বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [19 BCS]
ক. রাজশাহী
খ. চট্টগ্রাম
গ. সিলেট
ঘ. সাভার

৭৭. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [19 BCS]
ক. রাজশাহী
খ. সিলেট
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. সাভার, ঢাকা

৭৮. বাংলাদেশ মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ? [14 BCS/সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার-০৯]
ক. ১৮
খ. ২০
গ. ২৩
ঘ. ২৫

৭৯. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [36 BCS]
ক. ঢাকায়
খ. খুলনায়
গ. নারায়ণগঞ্জ
ঘ. চাঁদপুরে

৮০. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [35 BCS]
ক. পঞ্চাশ দশক
খ. ষাট দশক
গ. সত্তর দশক
ঘ. আশির দশক

উত্তরমালা

৬৫. ক	৬৬. ক	৬৭. ঘ	৬৮. ঘ	৬৯. ঘ	৭০. খ	৭১. খ	৭২. খ
৭৩. ঘ	৭৪. গ	৭৫. ক	৭৬. ঘ	৭৭. ঘ	৭৮. গ	৭৯. ঘ	৮০. গ

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৮১. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে কবে? [MC 07-08]
ক. ৬/১২/১৯৯৭ খ. ৬/১১/১৯৯৭
গ. ৫/১২/১৯৯৬ ঘ. ৪/১০/১৯৯৬

৮২. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় নিম্নের কোন স্থানে? [MC' ১২-১৩]
ক. হরিপুর খ. কৈলাসটিলা গ. ছাতক ঘ. তিতাস

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৮৩. কোনটি রবি ফসল নয়? [তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ০৬]
ক. টমেটো খ. মূলা গ. কচু ঘ. গম

৮৪. বেসিমার পদ্ধতি দ্বারা কী উৎপাদন করা হয়? [শ্রম অধিদপ্তরে শ্রম কর্মকর্তা, ০৩]
ক. সাবান খ. ইউরিয়া গ. ইস্পাত ঘ. পেট্রোল

৮৫. আমাদের দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদন করার কাঁচামাল- [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পার্সোনাল অফিসার, ০৪]
ক. কয়লা খ. বাতাস থেকে আহরিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. খনি থেকে আহরিত নাইট্রেট

৮৬. নিম্নোক্ত কোনটি অম্লধর্মী সার? [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, ০৫]
ক. অ্যামোনিয়াম সালফেট খ. ইউরিয়া গ. অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ঘ. সবগুলো

৮৭. বাংলাদেশের কোন জেলায় চা উৎপাদন হয় না? [জাবি, মানবিক' ১৩-১৪]
ক. সিলেট খ. পঞ্চগড় গ. জামালপুর ঘ. মৌলভীবাজার

৮৮. বাংলাদেশের কোন জায়গাটি রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত? [বাংলাদেশের রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট, ০৭]
ক. রামু খ. রাঙামাটি গ. রাঙ্গুনিয়া ঘ. রামগতি

৮৯. বাংলাদেশে রেশম উৎপন্ন হয়- [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ০৪]
ক. ময়মনসিংহে খ. পার্বত্য চট্টগ্রামে গ. রাজশাহীতে ঘ. সুন্দরবনে

৯০. বাংলাদেশের কোথায় গম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত? [জাহাবি 'A'-15-16]
ক. রংপুর খ. লালমনিরহাট গ. জামালপুর ঘ. দিনাজপুর

৯১. কোনটি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নয়? [প্রা. বি শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ) ০৫]
ক. শাল খ. গেওয়া গ. কেওড়া ঘ. সুন্দরী

৯২. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে- [পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ডাটা প্রসেসিং অপারেটর, ০২]
ক. খুলনায় খ. চট্টগ্রামে গ. বরিশালে ঘ. সিলেটে

৯৩. কোনটি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ), ০৫]
ক. শাল খ. গেওয়া গ. কেওড়া ঘ. সুন্দরী

৯৪. রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়? [কুবি-০৭-০৯]
ক. শিমুল খ. গর্জন গ. কদম ঘ. গেওয়া

৯৫. বাংলাদেশে দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত করা হয় কোন কাঠ হতে? [জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, ০৬]
ক. গেওয়া খ. গরান গ. ধুন্দল ঘ. শিমুল

৯৬. কোনটি সুন্দরবনের উদ্ভিদ নয়? [চবি-ছ, ০৭-০৮]
ক. গেওয়া খ. কেওড়া গ. গজারী ঘ. গোলপাতা

উত্তরমালা

৮১. ক	৮২. ক	৮৩. গ	৮৪. খ	৮৫. গ	৮৬. ঘ	৮৭. গ	৮৮. ক
৮৯. গ	৯০. ঘ	৯১. ক	৯২. খ	৯৩. ক	৯৪. খ	৯৫. ক	৯৬. গ

- অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়- সম্পদ প্রাপ্তি ও তার যথাযথ ব্যবহার।
- অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন- অধ্যাপক এল. রবিন্স।
- অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছেন- অ্যাডাম স্মিথ।
- 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' ধারণার প্রবক্তা- অধ্যাপক মার্কস।
- অধ্যাপক মার্কস এর 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' টির মূল কথা- A country is Poor because it is Poor.

স্টক এক্সচেঞ্জ

- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে- ২ টি।
  - ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE)
  - চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE)
- DSE- Dhaka Stock Exchange (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৪ সালে)।
- CSE- Chattagram Stock Exchange (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৫ সালে)।
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC)।
- SEC- Security and Exchange Commission (প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩ সালে)।
- DCCI- Dhaka Chamber of Commerce & Industry
- DCCI এর সদর দপ্তর- মতিঝিল, ঢাকা।

বাজেট

- বাজেট- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবকে বাজেট বলে।
- বাজেট প্রধানত- ২ প্রকার।
  - সুষম বাজেট
  - অসম বাজেট

তাজউদ্দীন আহমেদ প্রথম বাজেট পেশ করেন ৩০ জুন, ১৯৭২ সালে

বাংলাদেশের অর্থনীতি

- অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়- সম্পদ প্রাপ্তি ও তার যথাযথ ব্যবহার।
- অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন- অধ্যাপক এল. রবিন্স।
- অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছেন- অ্যাডাম স্মিথ।
- 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' ধারণার প্রবক্তা- অধ্যাপক নার্কস।
- অধ্যাপক নার্কস এর 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' টির মূল কথা- A country is Poor because it is Poor.

স্টক এক্সচেঞ্জ

- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে- ২ টি।
  - ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE)
  - চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE)
- DSE- Dhaka Stock Exchange (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৪ সালে)।
- CSE- Chattagram Stock Exchange (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৫ সালে)।
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC)।
- SEC- Security and Exchange Commission (প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩ সালে)।
- DCCI- Dhaka Chamber of Commerce & Industry
- DCCI এর সদর দপ্তর- মতিঝিল, ঢাকা।

বাজেট

- বাজেট- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবকে বাজেট বলে।
- বাজেট প্রধানত- ২ প্রকার।
  - সুষম বাজেট
  - অসম বাজেট

তাজউদ্দীন আহমেদ প্রথম বাজেট পেশ করেন ৩০ জুন, ১৯৭২ সালে

বাংলাদেশ ব্যাংক

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- পূর্বনাম- স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- প্রশিক্ষণ একাডেমি অবস্থিত- মিরপুর।
- সদর দপ্তর- মতিঝিল, ঢাকা।
- গভর্নরের মেয়াদকাল- ৪ বছর।
- প্রথম গভর্নর- এএনএম হামিদুল্লাহ।
- গভর্নর নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
- ব্যাংক নোটে যার স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের।
- পরিচালনা পর্ষদ এর সদস্য- ৯ জন (১ জন চেয়ারম্যান ও ৮ জন পরিচালক)।
- হেড অফিসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা- ১০টি।
  - ♦ মতিঝিল (হেড অফিস) ♦ সদরঘাট ♦ চট্টগ্রাম ♦ খুলনা ♦ বগুড়া
  - ♦ রাজশাহী ♦ সিলেট ♦ বরিশাল ♦ রংপুর ♦ ময়মনসিংহ (সর্বশেষ)

মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক যা পাকিস্তান আমলে ছিল স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান।

অন্যান্য ব্যাংক

- উপমহাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়- মুঘল আমলে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক- আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড।
- আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড বর্তমান নাম- এবি ব্যাংক লিমিটেড।

বীমা

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বীমা কোম্পানি চালু হয়- ১৯২৮ সালে।
- বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ- খুদা বক্স।
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশী বীমা কোম্পানির নাম- অ্যালিকো।
- বীমা অধিদপ্তরের বর্তমান নাম- বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের নোট দুই প্রকার

- ➢ ব্যাংক নোট
- ➢ সরকারি নোট

ব্যাংক নোট

সরকারি নোট

ব্যাংক নোট	সরকারি নোট
• ইস্যু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। • স্বাক্ষর থাকে গভর্নরের। • বিনিময় যোগ্য মুদ্রা/বিহিত মুদ্রা। • দেশে ব্যাংক নোট মোট ৭টি। যথা- ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট।	• ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকারের এর অর্থ মন্ত্রণালয়। • স্বাক্ষর থাকে অর্থ সচিবের। • আইন সম্মত মুদ্রা বলা হয়। • দেশে সরকারী নোট মোট ৩টি। যথা - ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট।

নোট: দেশে বর্তমানে প্রচলিত নোট- ১০ ধরনের।

আরো জানতে হবে

- ৫ টাকার কয়েনকে বলা হয়- সরকারি কয়েন।
- ১ টাকা, ২ টাকার কয়েনকে বলা হয়- সরকারি কয়েন।
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রা আইন পাস হয়- ১৮৩৫ সালে।
- উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন- লর্ড ক্যানিং।
- বাংলাদেশে প্রথম নোট- ১ টাকা এবং ১০০ টাকার নোট।
- বাংলাদেশে নোট প্রথা চালু হয়- ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ।
- বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়- ৫ মার্চ ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম নোট- ১০ টাকার নোট।
- দেশে নোট প্রচলন করে যে ব্যাংক- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ১০ টাকার নোটে ছবি রয়েছে- বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ও স্মৃতিসৌধের।
- বাংলাদেশের কাগজে নোট চালু আছে- ১০ ধরনের।
- ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে- অর্থসচিবের।
- বাকি ৭ টি নোটে স্বাক্ষর থাকে- বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের।
- বাংলাদেশে দশমিক মুদ্রা চালু হয়- ১৯৬১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ মূল্যমানের ব্যাংক নোট- ১০০০ টাকার নোট।

- ১০ টাকার নোটে আছে বাইতুল মোকাররকম জাতীয় মসজিদের ছবি।
- ২০ টাকার নোটে আছে বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি।
- ১০০ টাকার নোটে আছে ঢাকার তারা মসজিদের ছবি।

বাংলাদেশের ইপিজেড

- EPZ- Export Processing Zone.
- বাংলাদেশের মোট ইপিজেড- ১০ টি।
- সরকারি ইপিজেড- ৮ টি।
- বেসরকারি ইপিজেড- ২ টি।
- বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড- চট্টগ্রাম ইপিজেড (১৯৮৩)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড- ঢাকা ইপিজেড (১৯৯৩)।
- বাংলাদেশের সরকারি ইপিজেডসমূহের মধ্যে বৃহত্তম- চট্টগ্রাম ইপিজেড।
- বাংলাদেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড- উত্তরা ইপিজেড।
- উত্তরা ইপিজেড অন্য যে নামে পরিচিত- নীলফামারী ইপিজেড।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ইপিজেড- REPZ (১৯৯৯)।
- ইপিজেড নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা- BEPZA.
- BEPZA এর পূর্ণরূপ-Bangladesh Export Processing Zone Authority.
- BEPZA প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- BEPZA যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

বাংলাদেশের সরকারি ইপিজেড- ৮ টি

- প্রথম- চট্টগ্রাম ইপিজেড (হালিশহর, চট্টগ্রাম)
- দ্বিতীয়- ঢাকা ইপিজেড (সাভার, ঢাকা)
- তৃতীয়- মংলা ইপিজেড (মোংলা, বাগেরহাট)
- চতুর্থ- কুমিল্লা ইপিজেড (বিমান বন্দর, কুমিল্লা)
- পঞ্চম- ঈশ্বরদী ইপিজেড (পাকশী, পাবনা)
- ষষ্ঠ- উত্তরা ইপিজেড (সংগলশী, নীলফামারী)
- সপ্তম- আদমজী ইপিজেড (নারায়ণগঞ্জ)
- অষ্টম- কর্ণফুলী ইপিজেড (পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম)

বাংলাদেশের বেসরকারি ইপিজেড- ২ টি

- প্রথম- রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড (REPZ), চট্টগ্রাম; ১৯৯৯।
  - বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ইপিজেড
- দ্বিতীয়- কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ), চট্টগ্রাম; ১৯৯৯।
  - আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইপিজেড

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)

- পরিচয়- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ।
- NEC'র পূর্ণরূপ- National Economic Council.
- সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী (সাচিবিক সহায়তা দেয়- পরিকল্পনা বিভাগ)।

ECNEC

- পরিচয়- প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী পরিষদ।
- ECNEC'র পূর্ণরূপ- Executive Committee of National Economic বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি।
- চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী (বিকল্প চেয়ারম্যান- অর্থমন্ত্রী)।

মোবাইল ব্যাংকিং

কার্যক্রম	প্রথম চালুকারী
এজেন্ট ব্যাংকিং	অগ্রণী ব্যাংক (সরকারি ব্যাংক হিসেবে)
মোবাইল ব্যাংকিং	ডাচ্ বাংলা (২০১১)
শিউর ক্যাশ স্কুল ব্যাংকিং	রূপালী ব্যাংক (২০১০)
এটিএম কার্ড	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
রেডিক্যাশ কার্ড	জনতা ব্যাংক
এজেন্ট ব্যাংকিং	ব্যাংক এশিয়া (২০১৪)

অর্থনীতি সম্পর্কিত আরো তথ্য

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন- মিশ্র।
- আধুনিক অর্থনীতি- ২ প্রকার (সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক লি.
- শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক- বেসিক ব্যাংক লি.
- বাংলাদেশে প্রথম বিদেশি ব্যাংক- স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি.
- বাংলাদেশে প্রথম মাস্টার কার্ড চালু করে- ANZ Grindlays.
- দেশে টাকা জাদুঘর অবস্থিত- মিরপুর; ২০১৩ সালে (বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি)।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৯ সালে।
- দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র- PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers)
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী (সহ-সভাপতি- পরিকল্পনামন্ত্রী)।
- জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি অবস্থিত- নীলক্ষেত, ঢাকা।
- সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়- ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ১৯৯১ সালে।
- 'দারিদ্র্যের অর্থনীতি', 'আজব ও জবর আজব অর্থনীতি', 'ডিসকভারি অব বাংলাদেশ' এবং 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' গ্রন্থগুলোর রচয়িতা- আকবর আলি খান।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল- ১৯৭৩ - ১৯৭৮ সাল।
- বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল- ২০২১ - ২০২৫ সাল।

অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রবক্তা

- 'বেইল আউট' কথাটি জড়িত- অর্থনীতির সাথে।
- বিশ্বগ্রাম (Global Village) ধারণা দেন- মার্শাল ম্যাকলুহান (কানাডার নাগরিক)।

তত্ত্ব	প্রবক্তা	তত্ত্ব	প্রবক্তা
শ্রম বিভাগ	এড্যাম স্মিথ	সামাজিক চয়ন তত্ত্ব	অমর্ত্য সেন
লেইসে ফেয়ার নীতি	এড্যাম স্মিথ	কল্যাণ অর্থনীতি	অমর্ত্য সেন
মজুরি নির্ধারণ	ল্যাসলেকে	খাজনা তত্ত্ব	ডেভিড রিকার্ডো
জনসংখ্যা তত্ত্ব	ম্যালথাস	তুলনামূলক খরচ	ডেভিড রিকার্ডো
কাম্য জনসংখ্যা	ডাল্টন	নিম খাজনা	আলফ্রেড মার্শাল
এক্সপ্লোরেশন	কার্ল মার্কস	স্বাভাবিক মুনাফা	আলফ্রেড মার্শাল
উদ্বৃত্ত মূল্য	কাল মার্কস	ভোক্তার উদ্বৃত্ত	মার্শাল
বিভাজন তত্ত্ব	মন্টেস্কু	আধুনিক গণতন্ত্র	জন লক
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র	নার্কস	সৎ প্রতিবেশি নীতি	আব্রাহাম লিংকন
অলিম্পিক	ব্যারন কুবার্তো	অভাব সাম্যের তত্ত্ব	হ্যান্স সিংগার
মজুরি তহবিল	জে.এস.মিল	রক্ষণশীলতা নীতি	মার্গারেট থ্যাচার

অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ সংক্ষেপ

- **GDP**- Gross Domestic Product.
- **GNP**- Gross National Product.
- **NNP**- Net National Product.
- **NDP**- Net Domestic Product.
- **NNI**- Net National Income.
- **NBR**- National Board of Revenue.
- **SDR**- Special Drawing Rights.
- **VAT**- Value Added Tex.
- **OMS**- Open Market Sale.
- **EPB**- Export Promotion Bureau.
- **PPP**- Public-Private Partnership.
- **TIN**- Taxpayers Identification Number.
- **PRSP**- Poverty Reduction Strategy Papers.
- **MDG**- Millenium Development Goal.
- **ECNEC**- Executive Committee of the National Economic Council.

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. দেশের কৃষিভিত্তিক ইপিজেড কোথায় অবস্থিত? [DU খ' ২২-২৩]
ক. ঢাকা খ. ভোলা গ. সিলেট ঘ. নীলফামারী

০২. মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো- [DU খ' ২১-২২]
ক. পরিবেশ উন্নয়ন খ. বাজার সৃষ্টি গ. চাহিদা সৃষ্টি ঘ. জনশক্তি আমদানি

০৩. যেটি বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়- [DU খ' ২১-২২]
ক. নির্দিষ্ট স্থান খ. নির্ধারিত মূল্য গ. নির্দিষ্ট দ্রব্য ঘ. পূর্বনির্ধারিত চুক্তি

০৪. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ- [DU খ' ২১-২২]
ক. ভোগের হ্রাস খ. ভোগের বৃদ্ধি গ. মূল্য বৃদ্ধি ঘ. চাহিদা বৃদ্ধি

০৫. কর অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব নয়- [DU খ' ২১-২২]
ক. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প খ. আবগারি শুল্ক গ. রেজিস্ট্রেশন ফি ঘ. টোল ও লেভি

০৬. মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ হলো- [DU খ' ১৯-২০, DU খ' ০০-০১]
ক. উৎপাদন খ. আমদানি গ. রপ্তানি ঘ. মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি

০৭. বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ- [DU খ' ১৯-২০]
ক. ২০১০-২০১৫ খ. ২০১৫-২০২০ গ. ২০২০-২০২৫ ঘ. ২০১৬-২০২০

০৮. স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত দেশের প্রথম সমুদ্র বন্দরের নাম কী? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দর খ. মংলা সমুদ্র বন্দর
গ. কুয়াকাটা বন্দর ঘ. পায়রা সমুদ্র বন্দর

০৯. বাংলাদেশে বর্তমানে কত ধরণের সরকারি নোট প্রচলিত আছে? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. ৯ খ. ২ গ. ৪ ঘ. ৩

১০. ভোক্তার জন্য সর্বোত্তম বাজার- [DU খ' ০৬-০৭]
ক. একচেটিয়া বাজার খ. কয়েকটি ফার্মের বাজার
গ. প্রতিযোগিতামূলক বাজার ঘ. দুটি ফার্মের বাজার

১১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণকে বলা হয়- [DU খ' ০৪-০৫]
ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি খ. সামষ্টিক অর্থনীতি গ. বাজার অর্থনীতি ঘ. বাজেট

১২. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল- [DU খ' ১০-১১/ DU খ' ১৫-১৬]
ক. সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা খ. সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা
গ. যৌথ মালিকানা ঘ. সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা

১৩. কোনো দেশের সবচেয়ে অনুর্বর জমির খাজনা- [DU খ' ০১-০২]
ক. শূন্য খ. নেতিবাচক গ. ইতিবাচক ঘ. কোনটি নয়

১৪. কোন উপাদানটি একটি দেশের GDP গণনায় ধরা হয় না? [DU খ' ৯৯-০০]
ক. ভোগ্যদ্রব্য খ. গৃহিণীর কাজ গ. রপ্তানি ঘ. রাজস্ব

১৫. উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কোনটি বেশি গতিশীল? [DU খ' ৯৮-৯৯]
ক. শ্রম খ. পুঁজি গ. মুদ্রা ঘ. বাজার

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের সভাপতি হচ্ছেন- [DU ঙ' ০৩-০৪]
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. অর্থমন্ত্রী গ. পরিকল্পনা ঘ. যোগাযোগমন্ত্রী

১৭. 'জাতীয় কর দিবস' কবে পালিত হয়? [DU ঘ' ০৯-১০]
ক. ১৩ই সেপ্টেম্বর খ. ১৪ই সেপ্টেম্বর গ. ১৫ই সেপ্টেম্বর ঘ.১৬ই সেপ্টেম্বর

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ঘ
১০. গ	১১. খ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. খ	১৫. ক	১৬. ক	১৭. গ	

১৮. দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক **EPZ**- [DU খ' ১১-১২]
ক. উত্তরা, নীলফামারী খ. মেঘনা, মুন্সিগঞ্জ গ. আদমজী, নারায়ণগঞ্জ ঘ. ঈশ্বরদী, পাবনা

১৯. **'PRSP' হচ্ছে**- [DU ঘ', ০৫-০৬]
ক. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খ. দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র
গ. বাজেট বিশ্লেষণ ঘ. দারিদ্র্যকে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কৌশলপত্র

২০. **দেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন**- [DU ঘ' ০৯-১০]
ক. ক্যাপ্টেন মো: মনসুর আলী খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. আতিউর রহমান ঘ. তাজউদ্দীন আহমেদ

২১. **কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?** [DU খ' ০৬-০৭]
ক. বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন খ. শেয়ারের বিনিয়োগ
গ. গ্রাহককে উপদেশ ঘ. বিহিত মুদ্রার প্রচলন

২২. **বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন?** [বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অফিসার-০৭/DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. এমআর ফরিদউদ্দীন খ. এসএম শরীফ আহমেদ
গ. এএইচ আনোয়ারুল ইসলাম ঘ. এএন হামিদুল্লাহ

২৩. **কোনটি মুদ্রাস্ফীতির কারণ?** [DU খ' ০০-০১]
ক. উৎপাদন খ. আমদানি গ. রপ্তানি ঘ. মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি

২৪. **উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠী**- [DU খ, ০৮-০৯]
ক. ব্যবসায়ী শ্রেণি খ. শিল্পপতি গ. কৃষক ঘ. সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠী

২৫. **মংলা বন্দর কোন জেলায় অবস্থিত?** [DU ঘ' ০২-০৩]
ক. খুলনা খ. বাগেরহাট গ. সাতক্ষীরা ঘ. বরগুনা

বি সি এস

২৬. **হিলি স্থল বন্দরটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?** (46 BCS)
ক. বিরামপুর, দিনাজপুর খ. ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
গ. হাকিমপুর, দিনাজপুর ঘ. পাঁচবিবি, জয়পুরহাট

২৭. **বাংলাদেশ মোট কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?** (45 BCS)
ক. ৬ (ছয়) টি খ. ৭ (সাত) টি গ. ৮ (আটটি) ঘ. ৯ (নয়) টি

২৮. **বাংলাদেশে কোনটি ব্যাংক নোট নয়?** (43 BCS)
ক. ২ টাকা খ. ১০ টাকা গ. ৫০ টাকা ঘ. ১০০ টাকা

২৯. **'সেকেন্ডারি মার্কেট' কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট?** (43 BCS)
ক. শ্রম বাজার খ. চাকুরি বাজার গ. স্টক মার্কেট ঘ. কৃষি বাজার

৩০. **স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট কবে প্রথম চালু করা হয়?** [16 BCS]
ক. ২৬ মার্চ ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ. ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ঘ. ৪ মার্চ ১৯৭২

৩১. **বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয়**- [40 BCS]
ক. ১৯৯১ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৮৬ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে

৩২. **মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কত সালে চালু হয়?** [25 BCS]
ক. ১ জুলাই ১৯৯১ খ. ১ জুলাই ১৯৯৩ গ. ১ জুলাই ১৯৯৫ ঘ. ১ জুলাই ১৯৯৬

৩৩. **বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় স্থাপিত হয়?** [20 BCS]
ক. সাভার খ. চট্টগ্রাম গ. মংলা ঘ. ঈশ্বরদী

উত্তরমালা

১৮. ক	১৯. খ	২০. ঘ	২১. ঘ	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. ঘ	২৫. খ
২৬. গ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. ঘ	৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৩৪. WTO এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে নিম্নের কোন সালে? [MC 10-11]

ক. ২০০৫ সালে
খ. ২০০৬ সালে
গ. ২০০৭ সালে
ঘ. ২০০৮ সালে

৩৫. বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী দেশ কোনটি? [MC 04-05]

ক. জাপান
খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. যুক্তরাজ্য

৩৬. বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রা চালু হয় কবে? [MC 07-08/রাবি-ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ০৮-০৯]

ক. ২৬ মার্চ ১৯৭২
খ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ. ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
ঘ. ৪ মার্চ ১৯৭২

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৩৭. অর্থনীতির জনক কে? [রাবি অর্থনীতি, ০৮-০৯]

ক. অ্যাডাম স্মিথ
খ. ডেভিড রিকার্ডো
গ. জন স্টুয়ার্ট মিল
ঘ. কার্ল মার্কস

৩৮. Who is the founder of classical economics? [রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অফিসার, ০৮]

ক. Paul Samuelson
খ. Adam Smith
গ. David Ricardo
ঘ. J.M.Keynes

৩৯. 'বেইল আউট (Bail out)' শব্দটি কীসের সাথে সম্পর্কিত? [চবি 'E' 15-16/জবি খ' ১৫-১৬]

ক. বেসবল
খ. অর্থনীতি
গ. ক্রিকেট
ঘ. ধর্মঘট

৪০. বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি কত সনে চালু হয়? [থানা নির্বাচন অফিসার, ০৪]

ক. ১৯৯১
খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩
ঘ. ১৯৯৪

৪১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল- [জবি-ঘ, ০৭-০৮]

ক. কুমিল্লা
খ. সাভার
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. ঈশ্বরদী

৪২. ইপিজেড নেই- [রাবি-অর্থনীতি, ০৮-০৯]

ক. কুমিল্লায়
খ. মংলায়
গ. ঈশ্বরদীতে
ঘ. রাজশাহীতে

৪৩. কোন সন থেকে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়? [বিবি ঘ' ১৩-১৪]

ক. ১৯৭২
খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪
ঘ. ১৯৭৫

৪৪. বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে একমাত্র- [চবি ঘ, ০৩-০৪]

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের
খ. সোনালী ব্যাংকের
গ. অর্থমন্ত্রীর
ঘ. অর্থসচিবের

৪৫. Bangladesh Bank was established on- [Bangladesh Bank AD-08]

ক. 16 December 1971
খ. 16 December 1972
গ. 26 March 1971
ঘ. 26 March,1972

উত্তরমালা

৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. ক	৪১. গ
৪২. ঘ	৪৩. খ	৪৪. ক	৪৫. ক				

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

- **ঘোষিত স্থলবন্দরের সংখ্যা-** ২৪টি (চালু হয়েছে ১২টি)।
- **একাধিক স্থলবন্দর রয়েছে এমন জেলা-** ৩টি।
  - সিলেট জেলায় ৩টি।
  - দিনাজপুর জেলায় ২টি।
  - চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২টি।
- **বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর-** বেনাপোল (যশোর)।
- **বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর-** হিলি (দিনাজপুর)।
- **বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় প্রথম স্থলবন্দর-** রামগড় (খাগড়াছড়ি)।
- **মিয়ানমারের সাথে দেশের একমাত্র স্থলবন্দর-** টেকনাফ।
- **ভারত ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম চলে-** বুড়িমারী স্থল বন্দর দিয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থলবন্দরের অবস্থান

স্থলবন্দর	অবস্থান
ভোমরা	সাতক্ষীরা সদর
বেনাপোল	শার্শা, যশোর
দর্শনা	দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা
সোনা মসজিদ	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
হিলি	হাকিমপুর, দিনাজপুর
বিরল	বিরল, দিনাজপুর
বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
চিলাহাটি	ডোমার, নীলফামারী
বুড়িমারী	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
সোনাহাট	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
নাকুগাঁও	নালিতাবাড়ী, শেরপুর
গোবরাকুড়া-কড়ইতলী	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
তামাবিল	গোয়াইনঘাট, সিলেট
আখাউড়া	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিবির বাজার	কুমিল্লা সদর
বিলোনিয়া	পরশুরাম, ফেনী
টেকনাফ	কক্সবাজার

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরগুলোর অবস্থান

বাংলাদেশের নদীবন্দর

- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৮ সালে।
- BIWTA- Bangladesh Inland Water Transport Authority.
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- BIWTC- Bangladesh Inland Water Transport Corporation.

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

- বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর - ৩ টি (চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর)।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর	• বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। • **প্রতিষ্ঠা-** ১৮৮৭ সালে (নিয়ন্ত্রক- বাংলাদেশ নৌবাহিনী)। • **অবস্থান-** চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীর মোহনায়। • **বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়-** চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে।
মোংলা সমুদ্রবন্দর	• বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর। • **প্রাথমিকভাবে নাম ছিল-** চালনা বন্দর। • **প্রতিষ্ঠা-** ১৯৫০ সালে। • **অবস্থান-** মোংলা, রামপাল, বাগেরহাট (পশুর নদী ও মোংলা নদীর সংযোগস্থলে)।
পায়রা সমুদ্রবন্দর	• বাংলাদেশের তৃতীয় ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর। • **আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু-** ১৩ আগস্ট, ২০১৬। • **বন্দরটি স্থাপন করা হয়-** রামনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদীর তীরে (অবস্থান- ইটাবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী)।

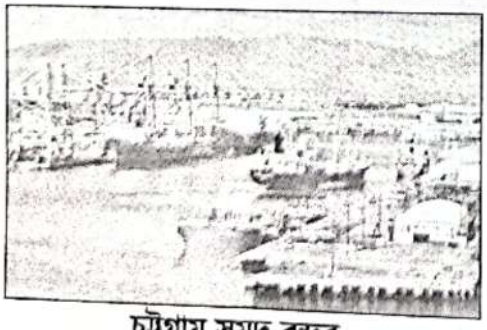

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর
প্রতিষ্ঠা ১৮৮৭

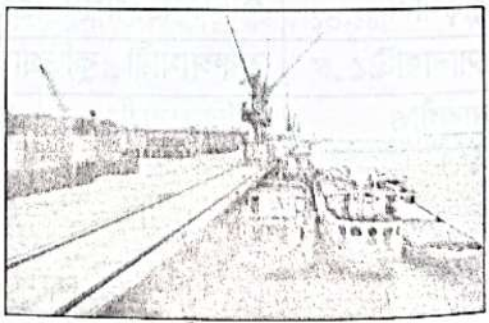

খুলনাতে অবস্থিত মংলা সমুদ্র বন্দর
প্রতিষ্ঠা ১৯৫০

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশের জলপথের যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা নাম- [DU খ' ১৮-১৯]
ক. BSEC খ. BCIC গ. BIWTA ঘ. BCSIR

০২. স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সমুদ্রবন্দরের নাম কী? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দর খ. পায়রা সমুদ্র বন্দর
গ. কুয়াকাটা বন্দর ঘ. মংলা সমুদ্র বন্দর

০৩. মাওয়া ফেরিঘাট কোন জেলায় অবস্থিত? [DU খ' ০৮-০৯]
ক. শরীয়তপুর খ. মাদারীপুর গ. ঢাকা ঘ. মুন্সিগঞ্জ

০৪. সোনা মসজিদ স্থল বন্দরের সাথে ভারতের কোন জেলা সংযুক্ত? [DU গ' ০৭-০৮]
ক. নদীয়া খ. মুর্শিদাবাদ গ. মালদা ঘ. হুগলী

০৫. ভারতের মেঘালয়ের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর কোনটি? [DU গ' ০৬-০৭]
ক. তামাবিল খ. আগরতলা গ. সোনা মসজিদ ঘ. বেনাপোল

০৬. মংলা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? [DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. ১৯৫০ খ. ১৯৫২ গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৬

০৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর কোনটি? [DU ঙ' ০৩-০৪]
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মংলা গ. চাঁদপুর ঘ. চালনা

০৮. মাওয়া ফেরিঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [DU ঘ' ০১-০২]
ক. ভৈরব খ. মেঘনা গ. রূপসা ঘ. পদ্মা

বি সি এস

০৯. হিলি স্থল বন্দরটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত? (46 BCS)
ক. বিরামপুর, দিনাজপুর খ. ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
গ. হাকিমপুর, দিনাজপুর ঘ. পাঁচবিবি, জয়পুরহাট

১০. বেনাপোল স্থলবন্দর সংলগ্ন ভারতীয় স্থলবন্দর- [37 BCS]
ক. পেট্রোপোল খ. কৃষ্ণনগর গ. ডাউকি ঘ. মোহাদিপুর

১১. তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের কোন শহরটি অবস্থিত? [32 BCS]
ক. করিমগঞ্জ খ. খোয়াই গ. পেট্রোপোল ঘ. ডাউকি

১২. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর কোনটি? [24 BCS]
ক. তামাবিল খ. আগরতলা গ. সোনা মসজিদ ঘ. বেনাপোল

১৩. বাংলাদেশে সারা বছর নাব্য ভ্রমণ নদী পথের দৈর্ঘ্য কত? [15 BCS]
ক. ৮,০০ কি.মি. খ. ৫,২০০ কি.মি. গ. ১১,০০০ কি.মি. ঘ. ৮৫,০০০ কি.মি.

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১৪. পায়রা বন্দরের কার্যক্রম কত সালে শুরু হয়? [পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর অফিস সহায়ক- ২৩]
ক. ২০১২ খ. ২০১৩ গ. ২০১৪ ঘ. ২০১৫

১৫. বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর- [গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষানবীস কেন্দ্র ব্যবস্থাপক- ২৩]
ক. ভৈরব খ. নারায়ণগঞ্জ গ. চাঁদপুর ঘ. বরিশাল

১৬. 'পায়রা সমুদ্র বন্দর' কোন জেলায় অবস্থিত? [ICTD'র সহকারী প্রোগ্রামার- ২০]
ক. ভোলা খ. বরিশাল গ. পটুয়াখালী ঘ. খুলনা

উত্তরমালা

০১. গ	০২. খ	০৩. ঘ	০৪. গ	০৫. ক	০৬. ক	০৭. খ	০৮. ঘ
০৯. গ	১০. ক	১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. গ